যুগান্তর

তারিখ ২৫ DEC 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাবিতে সিনেট নির্বাচন নিয়ে শিক্ষকদের দ্বন্দ্ব চরমে

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন্ন সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী ও বিএনপিপন্থী প্যানেলসহ স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নিজেদের মধ্যে এবং প্রশাসনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছেন।

জানা গেছে, নির্বাচনে একটি বিশেষ প্যানেলের হয়ে প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই প্রো-ভিসি। প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থেকে পক্ষপাতমূলক এমন প্রচারণায় সমালোচনার ঝড় উঠেছে। এ বিষয়ে বিএনপিপন্থী 'স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, বহুদলীয় গণতন্ত্র ও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী' প্যানেলের নেতৃত্বে থাকা অধ্যাপক শামছুর আলম সেলিম বলেন, 'নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা দুই প্রো-ভিসি যখন একটি প্যানেলের হয়ে প্রচারণা চালান তখন ভোটাররা স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবিত হন।' এ বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শেখ মো. মনজুরুল হক বলেন, 'আচরণ বিধি নেই। তাই এ বিষয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে আমরা শিগগিরই কিছু নিয়মাবলী দিয়ে দেব।'এদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন্ন সিনেট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিতর্কিত দাবি নিয়ে ভিসি ড. ফারজানা ইসলামের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়ানোর অভিযোগ উঠেছে আওয়ামী পন্থিদের একাংশের প্যানেল 'বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল জোট'-এর বিরুদ্ধে। জানা যায়, নির্বাচনী প্রচারের জন্য ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরের মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিধি ভঙ্গ করে সংগ্রহ করে এই প্যানেলটি। এ নিয়ে একটি জাতীয় দৈনিকে 'বিধি ভেঙে ভোটারদের তথ্য চুরির অভিযোগ' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। যা নিয়ে এখন পর্যন্ত তদন্ত সাপেক্ষে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। কিন্তু এ বিষয় নিয়েই উল্টো প্যানেলটি ভিসি ড. ফারজানা ইসলামকে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় সিনেট হলে আলোচনায় বসতে বাধ্য করে।